কোভিড-১৯ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও একীভূতকরণ সম্পর্কিত সাধারণ নির্দেশনা

বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশী চাপ পড়েছে শিক্ষার্থীর মনো-সামাজিক অবস্থার উপর। সারাবিশ্ব এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীর মনো-সামাজিক অবস্থাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে নানা ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ সরকারও নানা ধরণের ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ইতোমধ্যে নতুন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় খোলার জন্য করণীয় সম্পর্কে একটি গাইড লাইন তৈরি করেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ২০২১ সালের বাষিক কর্ম পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীর মনো-সামাজিক অবস্থাকে যাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয় সে সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রণয়ন করে। এটি কোভিড-১৯ পরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রমকে তরান্বিত করার পাশাপাশি শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আনন্দদায়ক করা, ঝরেপড়া রোধ এবং মানসিক চাপ প্রশমনে ভূমিকা রাখবে । এই শিক্ষক নির্দেশনা প্রণয়ন করতে মনো-সামাজিক অবস্থার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক- নিজেকে জানা, আবেগ নিয়ন্ত্রন, সহমর্মিতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, সৌহার্দ্যপূর্ন আচরণ, বুলিং বা টিজিং প্রতিরোধ, চাপ প্রশমন, বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা, নিরাপদ আচরণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

এই নির্দেশনাটিকে ২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ

ক) শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কিত নির্দেশনা
খ) শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন সম্পর্কিত নির্দেশনা

ক) শ্রেণিকার্যক্রম শুরুর পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কিত নির্দেশনা:

- শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর নূন্যতম ৫ থেকে ৭ দিন পূর্বে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্টদের মাঝে তা বণ্টন করা
- বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- প্রতিটি বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা
- বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ শিখন উপযোগী করা
- গণমাধ্যমের মাধ্যমে এই বিষয়ে প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- স্বাস্থবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে এসএমসি এবং পিটিএ এর সভার আয়োজন করা। সভার আলোচ্যসূচী-
  - এসএমসি এবং পিটিএ সদস্যদের মাঝে কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি
  - বিদ্যালয়ের ভবন ও আঙ্গিনাসহ সকল স্থান যথাযথ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ
  - শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে মা/অভিভাবকদের করণীয় প্রসঙ্গে
  - কমিউনিটি/স্থানীয় জনগণকে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ (মসজিদ, মন্দির, গির্জাসহ সকল ধর্মীয় উপসনালয় এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে মানসিক এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা)
  - মা/অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা

- কোভিড-১৯ সম্পর্কে সামাজিক কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণা (ধনী ঘরে বেশী হয়, গ্রামে কম হয়, পাপের ফল ইত্যাদি) দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা

- স্বাস্থবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে মা/অভিভাবক সভার আয়োজন করা (শ্রেণিভিত্তিক)। সভার আলোচ্যসূচি-

- কোভিড-১৯ সম্পর্কে ধারণা প্রদান
- স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক/ব্যক্তিগত দুরত্ব সম্পর্কে অবহিতকরণ
- মানসিক (হতাশা, ভীতি, বিষন্নতা, অবসাদ ইত্যাদি) ও শারীরিক (পুষ্টি, জ্বর, সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, দূর্বলতা ইত্যাদি) স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের উপায় সম্পর্কিত আলোচনা
- বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিকল্পনা ও পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিতকরণ
- শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিতকরণ (১ম প্রান্তিকে আনুষ্ঠানিক কোনো পরীক্ষা না নিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সম্পর্কে জানানো)
- পরিবারের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/প্রতিবন্ধী শিশুর যত্ন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা

খ) শ্রেণিকার্যক্রম চলাকালীন সম্পর্কিত নির্দেশনা:

- শ্রেণিকার্যক্রম চলাকালীন প্রথম ৪-৫ কর্মদিবসে অভিজ্ঞতা বিনিময় (বন্ধের সময় শিক্ষার্থীরা কি করছে?, বিশেষ কোনো ঘটনার বর্ণনা, পরিবারের অন্যান্যদের বর্ণনা), গল্প বলা, কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব, প্রতিরোধ ও প্রতিকার, স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বিষয়ে আলোচনা করা। এই সময়ে পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক কোনো শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রয়োজন নেই
- মানসিক চাপ প্রশমিতকরণে শ্রেণিকক্ষে ছবি, চিত্র প্রদর্শন, বিনোদন ও আনন্দদায়ক খেলার ব্যবস্থা করা

- শ্রেণিকক্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকতে পারে। প্রতিটি শিশু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ফলে সকলের প্রতি সমআচরণ নিশ্চিতকরণ;
- সুবিধাবঞ্চিত (Under Privileged), প্রান্তিক শিশু (Marginalized Child), ঝুঁকিপূর্ণ শিশু (Children at risk) ঝরেপড়া শিশু (Dropout) ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (Ethnic minority) শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণে যত্নবান হওয়া
- জেন্ডার সমতা, সাম্যতা এবং সংবেদনশীলতা নিশ্চিতকরণে সচেতন থাকা, বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির বিষয়ে যত্নবান হওয়া
- শিক্ষার্থীদের সাথে ইতিবাচক আচরণ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা । যেমন- শিক্ষার্থীদের কারো হালকা জ্বর, হাঁচি, কাশি, সর্দি ইত্যাদি থাকলে সহযোগিতামূলক আচরণ প্রদর্শন করা এবং এ ধরণের অসুস্থতা হলেই যেন কোভিড মনে করা না হয় সে ব্যাপারে সচেতন করা
- বুলিং, টিজিং প্রতিরোধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা
- নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়সমূহ মেনে চলা বিশেষ করে স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- সহপাঠী ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে সৌহাদ্যপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করা
- বিশেষ ক্ষেত্রে (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/প্রতিবন্ধী শিশু) হোম ভিজিট কিংবা ফোন-কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা

📖 শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকগন প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আনন্দদায়ক/ শিক্ষামূলক ভিডিও ক্লিপ, কার্টুন, শিক্ষক কর্তৃক প্রনয়ণকৃত ডিজিটাল কন্টেন্ট ইত্যাদি প্রদর্শন করতে পারেন।